স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেণ্ট **"আইওলিন"**
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গীপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

গুল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫২শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৫ই ভাদ্র বুধবার, ১৩৭২ ইং 1st Sept. 1965 { ১৬শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Server

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পুর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

PATENT NO. 62154.07.57

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

বাজারে চাহিদা ও বিপুলতা আবার।

প্রস্তুতকারক:
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সাইকেল ও সাইকেল পার্টস এর
নির্ভরযোগ্য প্রাচীন প্রতিষ্ঠান

সুলভ ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী।

স্টুডেন্টস ফেভারিট

রঘুনাথগঞ্জ, (বাস ষ্ট্যাণ্ড) মুর্শিদাবাদ

★ পাঠাগার, স্কুল ও কলেজের সব রকমের বই, খেলার সরঞ্জাম, কাগজ পেন ইত্যাদি সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই ভাদ্র বুধবার সন ১৩৭২ সাল।

বৃদ্ধের যুক্তি

—০—

অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে একটী গল্প প্রচলিত আছে—এক গৃহস্থ মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন—(১) বাড়ীতে বাজার বসাবে, (২) প্রতি গ্রাসে মুড়ো খাবে, (৩) শ্বেত চামরে ঘর ছাইবে, (৪) তিন মাথার কাছে বুদ্ধি নেবে। পুত্রটী তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া প্রথম তিনটী উপদেশ পালন করিতেই অল্পদিন মধ্যেই কপর্দ্দক-শূন্য হইয়া পড়িলেন, চতুর্থ উপদেশের তিন মাথা মানুষ খুঁজিয়াই পাইলেন না। পিতার উপদেশ (১) বাড়ীতে বাজার বসান মানে বাড়ীতে তরি তরকারীর গাছ লাগান (২) প্রতি গ্রাসে মুড়ো খাওয়া রাজরাজার ভাগ্যে হয় না, সামান্য গৃহস্থ তা, কি করে চালাবে। পিতার উদ্দেশ্য ছিল—পুত্র যেন চুনো মাছ কিনে খায় তা' হ'লে প্রতি গ্রাসেই মুড়ো খাওয়া হবে। (৩) শ্বেত চামরের দাম কত! তা' দিয়ে ঘর ছাওয়া যায় কি? উলো খড়ে ঘর ছাইতে ইঙ্গিত করেছিলেন (৪) তিন মাথার কাছে বুদ্ধি নেওয়া মানে—মানুষ বুড়ো হলে দুটো হাঁটুর মধ্যে মাথা দিয়ে বসে, কাজেই দুটো হাঁটু আর একটা মাথা, মোট তিনটে মাথার মত মনে হয়। পিতা, পুত্রকে বৃদ্ধের কাছে বুদ্ধি নিয়ে চলতে বলেছিলেন।

আজকাল নব্যের দল (অবশ্য সকলে নয়) বুড়োদের "ওল্ড ফুল" বাহাত্তুরে প্রভৃতি নামে অভিহিত করে থাকে। অনেককে বলতে শোনা যায় বয়স বেশী হ'লে কি হয়, আমাদের এঁড়েটা যে আমার চেয়ে ঢের বড় তার কাছে বুদ্ধি নিয়ে চলতে হবে বুঝি? বৃদ্ধের বুদ্ধির মূল্যের সম্বন্ধে পণ্ডিতরা বলেছিলেন—

"বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যুপস্থিতে।
সর্ব্বত্রৈব বিচারে তু ভোজনেহপ্যপ্রবর্ত্তনং॥"

অর্থ—আপৎকালে বৃদ্ধের বচন গ্রহণ করিতে হইবে। সব সময়ে তাঁদের বচন গ্রহনীয় নয়, বৃদ্ধ গণের পরিপাক শক্তি কম বলিয়া তাঁহারা সকলকেই স্বল্পাহার করিতে পরামর্শ দিবেন—কাজেই তাহাতে যুবকদের ভোজনে বিঘ্ন হইবে। ভোজনকালে তাঁহাদের বাক্য লঙ্ঘন করলে দোষের হয় না।

একটী গল্প শুনুন—

এক গ্রামের জমিদার অন্য গ্রামে বাস করিতেন। তিনি খুব অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক ছিলেন। জমিদারের মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী জমিদারীর মালিক হইলেন। তিনিও স্বামীর মৃত্যুর পর নিজের এক উচ্ছৃঙ্খল ভ্রাতাকে এষ্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত করিলেন। জমিদার বাবুর ম্যানেজারের সহিত যে সম্পর্ক ছিল, তাঁর ব্যবহারে প্রজাবৃন্দও তাঁহার সহিত সেই সম্পর্কীয় মধুর (?) সম্বন্ধ স্থাপন করিতে দ্বিধা করিত না। তিনি বা তাঁর অধীনস্থ কর্ম্মচারী মহালে আসিলে প্রজাদের হৃৎকম্প হইত। যিনি মহালে আসিতেন তাঁর নজর সেলামী প্রত্যেক প্রজাকে দিতে হইত। প্রজাদের এই আতঙ্ক ও দুর্ব্বলতার কথা অবগত হইয়া এক প্রবঞ্চক একদিন গ্রামে ঢোল দিয়া জানাইল যে অমুক তারিখ রাণীজীর শালা মহাল পরিদর্শন করিতে আসিবেন। প্রজারা এই সংবাদে সব ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কেউ ধান বেচিয়া, কেউ গয়না বাঁধা দিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে লাগিল। গ্রামের লোকে রাণীজীর শালাকে খুসী করার জন্য গ্রাম সাজাইতে লাগিল, দ্বারে দ্বারে কলাগাছ পূর্ণ ঘট স্থাপন করিতে লাগিল। এক শয্যাগত রুগ্ন বৃদ্ধ ছেলেদের ব্যস্ততা দেখিয়া তাদের জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপারখানা কি? ছেলেরা বলিল জান না বাবা, রাণীজীর শালা আসছে তাই তাকে খুসী করার জন্য সকলে ব্যস্ত॥

বৃদ্ধ রোগ-শয্যায় শুইয়াও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না,—বলিল হাঁরে? তোরা মানুষ না ভূত? রাণীজী তো মেয়ে মানুষ—হাঁরে মেয়ে মানুষেরও কখন শালা হয়! ছেলেরা সব লজ্জিয়া অধোবদন হইল। বৃদ্ধ তখন বলিল—আসতে দে রাণীর শালাকে, এসে যখন গ্রামে অত্যাচার বা উৎপীড়নের কথা বলবে তখন তাকে ধ'রে উত্তম মধ্যম দিবি। দেখুন এক রুগ্ন বৃদ্ধের চলৎশক্তি হীনতার মধ্যেও যে বুদ্ধি থাকে চঞ্চলমতি তরুণরা শত শিক্ষিত হইলেও তাঁর কাছে বুদ্ধি লইলে মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুবকদের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে যে অশান্তির উদ্ভব হয়, শান্তি স্থাপনের জন্য বৃদ্ধগণকে আহ্বান না করিলে হয় না। সেইজন্য বলি বুড়োদের অগ্রাহ্য না করে তাদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করা ভাল নয় কি?

মালদহ জেলা থেকে মাছ স্থানান্তরণ নিষিদ্ধ

জনসাধারণের জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক সরবরাহ বজায় রাখার জন্য মালদহের জেলাশাসক পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইন অনুসারে মালদহ জেলার অন্তর্গত কোনও স্থান থেকে ঐ জেলার বাইরে কোনও স্থানে মাছ স্থানান্তরণ নিষিদ্ধ করেছেন।

জেলাশাসক কর্ত্তৃক বা এ সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে যথাযথভাবে অধিকারপ্রাপ্ত অন্য কোন আধিকারিক কর্ত্তৃক প্রদত্ত লিখিত পারমিটের দ্বারা এই আদেশ থেকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে। ১৯৬৫ সালের ১৯শে আগষ্ট থেকে তিন মাসের জন্য এই আদেশ বলবৎ থাকবে। —প্রেস নোট

পশ্চিমবঙ্গের ঋণের টাকা সবটা উঠে গেছে

১৯৭৭ সালে প্রত্যর্পণযোগ্য পশ্চিমবঙ্গ ঋণের সমস্ত টাকা—৭ কোটি—প্রথম দিনেই উঠে গেছে। আর টাকা তোলা হবে না। —প্রেস নোট

সন্দেশ সম্বন্ধে বিধি নিষেধ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা ও সন্নিহিত ৩৪টি মিউনিসিপ্যালিটিতে ২৪শে আগষ্ট থেকে রসগোল্লা, পান্তুয়া, চমচম, ক্ষীরমোহন ও ল্যাংচা বাদে অন্যান্য ছানার তৈরী মিষ্টান্ন প্রস্তুত ও বিক্রয় বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

অতিরিক্ত মূল্যে চাউল বিক্রয়ের অপরাধে দোকানদার গ্রেপ্তার

মির্জাপুর বাজারের দোকানদার শ্রীললিত সাহাকে অতিরিক্ত মূল্যে চাউল বিক্রয়ের অপরাধে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে ললিত সাহার কাকা শ্রীআশুতোষ সাহা বর্দ্ধিত মূল্যে চাউল বিক্রয়ের জন্য ধরা পড়ে এবং তাহার কিছু চাউল পুলিশ আটক করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

মির্জাপুরের পাইকারী চাউল বিক্রেতা শ্রীতিনকড়ি সাহাও ললিত সাহার কাকা।

কালনা জেল ভেঙ্গে সাতজন কয়েদী পলায়িত

কারারক্ষী অখিল সাহা নিহত

কালনা ১৯শে আগষ্ট,—স্বাধীনতা দিবসে ১৫ই আগষ্ট রাত্রি প্রায় ১০টায় কালনা সাব জেল হইতে ৭ জন দাগী কয়েদী কারারক্ষী শ্রীঅখিল সাহাকে হত্যা করে পালিয়েছে। এদের মধ্যে নদীয়া জেলার দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত আলহিম আছে। ডাকাতটি কৃষ্ণনগর জেলে বন্দী ছিল, এক ডাকাতি মামলা সম্পর্কে এখানে আনা হয়েছিল।

তিনটি রেশনের দোকানের মালিক গ্রেপ্তার

সোমবার ভদ্রেশ্বর-চাঁপদানি এলাকায় তিনটি রেশন দোকানের মালিককে ভারতরক্ষা বিধিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, দোকানে প্রচুর ভুয়া রেশন কার্ড রাখা, কালোবাজারে বেশী দামে চাল, গম ও চিনি বিক্রি, রেশন দ্রব্যের সঙ্গে অখাদ্য দ্রব্য ভেজাল দেওয়া ও ওজনে কম দেওয়া ইত্যাদি। পূর্বের অভিযোগের সূত্র ধরে এইদিন ওই ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হয়। দোকান তিনটিও সাময়িক-ভাবে বাতিল করা হয়েছে।

একই কথায় পৃথক ফল

ক্ষুধার্ত্ত হইয়া খুঁজি
কোথা পাই খানা,
বাহের পীড়াতে খুঁজি
কোথা পায়খানা।

—০—

সুস্থ দেহে গরীবেরা
দিবানিশি খাটে,
রুগ্ন দেহে প'ড়ে থাকে
দিবানিশি খাটে।

—০—

কি করিবে, দীন তুমি!
চিরদিন খাটো (ক্ষুদ্র)
চলেনাকো দিন, তাই
চিরদিন খাটো (মেহনৎ)

—•—

বেশ চলে দিন, আমি
যেদিন কামাই, (উপার্জ্জন করি)
চলেনাকো দিন, আমি
যেদিন কামাই (গরহাজির)

পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের

বহরমপুরে—ছাত্রদের উপর অত্যাচার ইত্যাদির প্রতিবাদে এ্যাডভোকেট বিজয়কুমার গুপ্ত, ডি, এস, পি, সদর থানার ও, সি, দুইজন এ, এস, আই ও ১০।১২ জন কনেষ্টবলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারা মতে মামলা দায়ের করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

গ্রেপ্তার

গত ১৬ই আগষ্ট পুলিশ স্থানীয় বামপন্থী দলগুলির নয়জন নেতা ও কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করে। এ ছাড়া গত কয়দিন বিভিন্ন ছাত্র যুবকদেরও ভারত রক্ষা আইনের বিভিন্ন ধারার অভিযোগক্রমে গ্রেপ্তার করা হয়।

রোগী

রোগ যে কমেনা ডাক্তার বাবু,
ওষুধ খেলাম কত,
রোগের যাতনা কিছুই গেল না
ধনে প্রাণে হ'নু হত।
রোগ নিরুপণ যদি নাহি হয়
স্পষ্ট বলুন মোরে,
বৈদ্যের মতে দেখাই ব্যারাম
ফল যদি তাতে করে।

ডাক্তার

বুঝি বা না বুঝি রোগ,
ওষুধ খাওয়াই,
মোদের মতন নয়
বৈদ্যের দাওয়াই।
রোগী যবে খাপি খায়
অন্তিম পীড়ায়,
তখনও ওষুধ গাদি
শিরায় শিরায়।

গ্রামাঞ্চলে চুরি

গত ২৬শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত বাড়ালা গ্রামের শ্রীরক্ষাদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে সিঁদ দিয়া একটি জানালা ছাড়াইয়া ফেলিয়া ঘরের মধ্য হইতে তাঁহার ভাইঝি জামাইয়ের নূতন সাইকেল চুরি করিয়াছে।

—০—

ঐ তারিখে রাত্রে সেন্‌ডা গ্রামের শ্রীসুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী হইতে চাউল, মুড়ি-ভাজার জন্য ধৌত করা চাউল ও এঁটো বাসনপত্র চুরি গিয়াছে।

বিগ্রহ চুরি

দিন কয়েক পূর্ব্বে অধুনালুপ্ত পাঁচনপাড়া গ্রামের স্বর্গীয় হরিহর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীসিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মির্জ্জাপুর বাড়ী হইতে শ্রীশ্রী৺রী রাজরাজেশ্বরী দেবীমূর্ত্তি অলঙ্কারপত্র সহ চুরি যায়। পরদিন দেবীমূর্ত্তিটী বস্তায় পুরা অবস্থায় এক পুকুর হইতে পাওয়া গিয়াছে।

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

মোকর্দ্দমা নম্বর ২৭৯। ৬৫ অন্য

বাদী—মোরগ্রাম ও ডুমাইপুর গ্রামের গ্রাম-বাসীগণ পক্ষে শ্রীগৌরপদ আচার্য্য দিং

বিবাদী—ফকির মহম্মদ সেখ দিং

উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় শ্রীগৌরপদ আচার্য্য দিং বিবাদীগণের বিরুদ্ধে যাহাতে তাহারা মোরগ্রাম মৌজার ২৯০৭, ২৯২৭ ও ৪০১৩নং দাগের গ্রাম্য সরান রাস্তা কোনরূপভাবে রূপান্তর করিয়া তাহা চষত জমিতে পরিণত করিতে না পারেন বা সেখানে যাতায়াতের কোনপ্রকার অবরোধ সৃষ্টি করিতে না পারেন বা সেখানে কোন প্রকার বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে না পারেন তদ্দাবত তাহাদের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় মোরগ্রাম ও ডুমাইপুর গ্রামের গ্রামবাসীগণ পক্ষে মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমায় কেহ বাদী শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে আদালতের আদেশমতে বাদী শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন।

By Order
Sd/- H. K. Roy
Sheristadar, 2nd Munsif's Court
Jangipur. 25. 8. 1965.

গোময় নগরী চিত্তরঞ্জন

মশার উপদ্রবে ত্রাহি রব

চিত্তরঞ্জনের মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর শহর বর্দ্ধমান জেলার সম্পদ। বাংলা বিহার সীমান্তের শহরটির তিনদিকে তিনটি ছোট ছোট পাহাড় এর সৌন্দর্য্যকে অধিকতর বৃদ্ধি করেছে। এ হেন ছবির মত অপরূপ সুন্দর শহরটি আজ গরু মহিষের খাটালে পরিণত হয়েছে। পথে ঘাটে ও মাঠে সর্ব্বত্র পোষা গরু মহিষ বিচরণ করে বেড়ায়. তাদের মলমূত্রে মশার উপদ্রব সাংঘাতিকভাবে বেড়ে উঠেছে। পূর্ব্বে বিনা মশারিতে শহরবাসীরা নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেত—এখন মশার দৌরাত্ম্যে চিত্তরঞ্জন-বাসীদের টেকা দায় হয়ে উঠেছে।

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জবাকুসুম তৈলের গুণ অতুলনীয়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন
সুক্ষণে তুলিল এই মহামূল্য ধন।
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায়?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ।
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে!
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দা'ঠাকুর)

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

মোকর্দ্দমা নম্বর ১৪৮।৬৫ অন্য

বাদী—গোবিন্দপুর হাই স্কুল কমিটির সভ্যগণ পক্ষে সেক্রেটারী আবত্বর রাজ্জাক মিঞা

বিবাদী—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে থানা রঘুনাথগঞ্জের অধীন গোবিন্দপুর হাই স্কুল কমিটির সভ্যগণ পক্ষে আবত্বর রাজ্জাক মিঞা থানা রঘুনাথগঞ্জের অধীন মৌজা কাশিয়াডাঙ্গা মধ্যে ৪৭৮নং খতিয়ানভুক্ত ৮০৬ ও ৮০৬/১০২০নং দাগদ্বয়ের ২০ শতক ভূমিতে স্বত্ব সাব্যস্তে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের অর্ডার ১ রুল ৮ মতে সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও তদীয় স্ত্রী হেমবরণী ঘোষানীর বিরুদ্ধে জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালতে ১৪৮।৬৫নং অন্য প্রকার এক মোকর্দ্দমা করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমায় স্কুল কমিটির সভ্যগণ মধ্যে যে কেহ বাদী শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন।

By Order of the Court
Sd/- B. B. Ghosh, Sharistadar,
1st Munsif's Court, Jangipur.

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

১৯৬৩ সালের ডিক্রীজারী

৪৪ মনি ডিঃ এজাবত সেখ দিং দেং সের আলি সেখ দাবি ১০৭·৩৬ পয়সা থানা স্থতি মৌজে হিলোড়া ৬৭ শতক জমির কাত ৫৲ তন্মধ্যে ১/২ অংশে ২২ শতক জমি আঃ ৫০৲ খং ১·৮০ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

১৯৬৫ সালের ডিক্রীজারী

৮ মনি ডিঃ শৈলবালা দাসী দেং রঘুনাথ মাল দাবি ২২·৩০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সাহেবনগর ৪৩ শতক জমি খং ২৫

৯ মনি ডিঃ ঐ দেং মঙ্গল মাল দাবি ২২·৪১ পঃ মৌজাদি ঐ ৪৩ শতক জমি খং ২৫

১১ মনি ডিঃ ঐ দেং কুড়ান মাল দাবি ২২·৪১ পঃ মৌজাদি ঐ ৪৩ শতক জমি খং ২৫

কৃষি সংবাদ

।। ভাল ফসল পেতে হলে এখন থেকেই ধান গাছের পরিচর্যা করুন ।।

আমন ধানের রোয়া লাগান এইবারে শেষ হয়েছে। চাষীভাইদের এখন ফসলের পরিচর্যার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এজন্য অবশ্য করণীয়গুলি হ'ল ঃ

১। চারা রোয়ার পর প্রতি ১০ দিন অন্তর নিড়ানি যন্ত্র বা হাত কোদাল এবং হাত দিয়ে অন্ততঃ ৩।৪ বার আগাছা মেরে জমি ঘেঁটে দেবেন। গাছে থোড় আসার পর আর নিড়ানি যন্ত্র চালাবেন না।

২। চারা রোয়ার এক মাস পরে ফসলের অবস্থা বুঝে ৩৭ কে জি অ্যামোনিয়াম সালফেট বা ১৮ কে জি ইউরিয়া একর প্রতি ছড়িয়ে দিয়ে জমি ঘেঁটে দেবেন।

৩। রোগ এবং কীটের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য চারা রোয়ার এক মাস পরে জমিতে তুই কে জি ব্লাইটক্স (Blitox) এবং এক কে জি বি. এইচ. সি. (B. H. C.) ৫০ শতাংশ অথবা এক কে জি ডি. ডি. টি. (D. D. T.) ৫০ শতাংশ ১০০ গ্যালন (২৫ টিন) জলে গুলে ছিটিয়ে দেবেন।

৪। গাছে ফুল দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে, সম্ভব হলে সেচ দিয়ে, জমিতে ৩ ইঞ্চির মত জল রাখতে হবে। ফুল আসার ২০।২৫ দিন পরে জমি থেকে সমস্ত জল বের করে দেবেন।

।। ভুলবেননা—উপযুক্ত পরিচর্যা করলেই ধান গাছ থেকে বেশি ফসল পাওয়া সম্ভব ।।

W. B. (I & P. R.) F. P. C. (C3)/65

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার
ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ
কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২'২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ।

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)